গোপালগঞ্জে ট্রেন-থানা চালুর সিদ্ধান্ত নেই, স্থগিত সরকারি বরাদ্দ



ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জে বন্ধ থাকা ট্রেন চলাচল এবং পুড়িয়ে দেওয়া টুঙ্গিপাড়া ও মুকসুদপুর থানার কার্যক্রম এখনই চালু হচ্ছে না। নিরাপত্তাঝুঁকি বিবেচনায় আপাতত ট্রেন চলাচল শুরু না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের আওতায় জেলায় বিভিন্ন সরকারি বরাদ্দের অর্থ ছাড়ও স্থগিত রাখা হচ্ছে।

রেলপথ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র বলছে, নাশকতার আশঙ্কা থাকায় এই মুহূর্তে ট্রেন চলাচল পুনরায় চালুর পরিকল্পনা নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, টুঙ্গিপাড়া ও মুকসুদপুর থানার কার্যক্রম দ্রুত চালুর জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা অনুরোধ জানাচ্ছেন। তবে থানাগুলো সচল করতে আরও সময় প্রয়োজন। আপাতত এ দুই থানার কার্যক্রম গোপালগঞ্জ সদর থানা থেকে পরিচালিত হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুড়ে যাওয়া ভবন দুটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, গোপালগঞ্জে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ করা অর্থের তৃতীয় কিস্তি ছাড় না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণত চার কিস্তিতে অর্থসহায়তা দেওয়া হয়। তবে গোপালগঞ্জের জন্য জানুয়ারি থেকে মার্চ মেয়াদের কিস্তির টাকা আপাতত ছাড় করা হবে না বলে সরকারের একাধিক সূত্র জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ট্রেন যোগাযোগ চালুর বিষয়টি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার। পুড়ে যাওয়া দুই থানার পুলিশ সদস্যরা ওই জেলাতেই দায়িত্ব পালন করছেন। তবে কবে নাগাদ থানা দুটির কার্যক্রম আবার শুরু হবে, সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

মুকসুদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ আশিক কবির জানান, পুড়ে যাওয়া থানা দুটির সংস্কারকাজ এখনো শুরু হয়নি। এ জন্য কিছুটা সময় লাগবে। ট্রেন চলাচলও বন্ধ রয়েছে। এ সেবা চালু করতেও সময় প্রয়োজন হবে।

ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অনেকে বাসের তুলনায় ট্রেনে যাতায়াত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ট্রেনে ঢাকায় যেতে সময় ও খরচ দুটোই কম লাগে। এ কারণে ট্রেন চলাচল পুনরায় চালুর অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় কয়েকজন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগও করছেন।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, গোপালগঞ্জে ট্রেন চলাচল পুনরায় শুরুর বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তবে নিরাপত্তার পরিস্থিতি বিবেচনায় আপাতত ট্রেন চালু না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আশঙ্কা, আগামী মাসে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকটি কর্মসূচি রয়েছে। এসব কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আবারও হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটতে পারে। এতে জেলার পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকা সেবাগুলো চালুর সম্ভাবনা কম বলে মনে করছেন তাঁরা।

সূত্র: প্রথম আলো।